৪৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি (বাংলা)

১. **'ধ্বনি' সম্পর্কে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক নয়?**

(ক) ধ্বনি দৃশ্যমান

(খ) মানুষের ভাষার মূলে আছে কতগুলো ধ্বনি

(গ) ধ্বনি উচ্চারণীয় ও শ্রবণীয়

(ঘ) অর্থবোধক ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগ্‌ধ্বনি **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (খ), ভাষার শব্দ গঠিত হয় ধ্বনির সমন্বয়ে অর্থাৎ ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি। মানুষের ভাষার মূলে আছে কতগুলো ধ্বনি। অপশন (গ), ধ্বনি উচ্চারণীয় ও শ্রবণীয়। বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনি গুলোকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১। স্বরধ্বনি ২। ব্যঞ্জনধ্বনি। যে ধ্বনি উচ্চারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় না তাকে স্বরধ্বনি বলে। যে ধ্বনি উচ্চারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। অপশন (ঘ), মানুষের বাক প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ কণ্ঠনালি, মুখবিবর, জিহ্বা, আল-জিহ্বা, কোমল তালু, শক্ত তালু, দাঁত, মাড়ি, চোয়াল, ঠোঁট ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজ কে ধ্বনি বলে। আর অর্থবোধক ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগধ্বনি। অপশন (ক) ধ্বনি দৃশ্যমান নয়। ধ্বনি বলতে আমরা আওয়াজ কে বুঝি। ধ্বনির লিখিত রুপ বা সাংকেতিক চিহ্নকে বর্ণ বলে।

২. **স্বরান্ত অক্ষরকে কী বলে?**

(ক) একাক্ষর (খ) মুক্তাক্ষর

(গ) বদ্ধাক্ষর (ঘ) মুক্তাক্ষর **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক), একাক্ষর- যে সর্বনাম পদের 'এ' সাধারণত স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ অবিকৃত এ-কাররূপে উচ্চারিত হয়, তাকে একাক্ষর বলে। যেমন: কে, সে, যে, এ, ভাই ইত্যাদি। অপশন (গ) যে সব অক্ষর উচ্চারণ কালে একা উচ্চারিত হতে পারে না এবং দীর্ঘ করে টেনে পড়া যায় না তাকে বদ্ধাক্ষর বলে। যেমন: দিন, রাত, গান, বোন, হাত ইত্যাদি। এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি সমষ্টি কে অক্ষর বলে। (খ) মুক্তাক্ষর: যে সব অক্ষর উচ্চারণ কালে আটকে যায়না এবং ইচ্ছেমত দীর্ঘ করে টেনে পড়া যায়, তাকে মুক্তাক্ষর বা স্বরান্ত অক্ষর বলে। আবার, যে সব অক্ষর স্বরধ্বনিজাত বা অক্ষরের শেষে একটি স্বরধ্বনি থাকে, তাকে স্বরান্ত অক্ষর বা মুক্তাক্ষর বলে।

৩. **শুদ্ধ বানান গুচ্ছ কোনটি?**

(ক) শিরশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন

(খ) শিরোশ্ছেদ, দারিদ্র্য, সমীচিন

(গ) শিরঃশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমিচীন

(ঘ) শিরচ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (খ) দারিদ্র্য বাদে বাকি ২ টা বানান ভুল। শিরোশ্ছেদ এর সঠিক বানান শিরশ্ছেদ, সমীচিন এর সঠিক বানান সমীচীন। অপশন (গ) দরিদ্রতা সঠিক বানান। বাকি ২টা ভুল। অপশন (ঘ) দরিদ্রতা ও সমীচীন সঠিক বানান। শিরচ্ছেদ বানান ভুল। অপশন (ক) শিরশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন, তিনটা বানান সঠিক। তাই সঠিক উত্তর ক।

৪. **আরবি 'কলম' শব্দটি 'কলমোস' শব্দ থেকে এসেছে। 'কলমোস' কোন ভাষার শব্দ?**

(ক) পাঞ্জাবি (খ) ফরাসি

(গ) গ্রিক (ঘ) স্পেনিশ **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

(ক) পান্‌জাবি শব্দ: ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের ইন্দো- আর্য শাখার একটি ভাষা। বাংলা ভাষার পান্‌জাবি শব্দ: চাহিদা, শিখ। অপশন (খ) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের একটি রোমান্স ভাষা। ফরাসি ভাষার শব্দ: কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ, রেঁনেসা, ওলন্দাজ, ইংরেজ ইত্যাদি। অপশন (ঘ) স্পেনের অধিবাসীদের ভাষা স্পেনিশ। কাতালান, গালিসীয় স্পেনিশ ভাষা। অপশন (গ) গ্রিক একটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। কিন্তু এটার কোন নিকটাত্মীয় ভাষা নেই। কেবল আরমেনীয় ভাষার সাথে গ্রিক ভাষার মিল রয়েছে। গ্রিক ভাষার শব্দ: দাম, কিলো, ডেকা ইত্যাদি।

৫. **'ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয়, চিন্তার প্রসূতিও।' মন্তব্যটি কোন ভাষা-চিন্তকের?**

(ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(খ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

(গ) মুহম্মদ এনামুল হক

(ঘ) সুকুমার সেন **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিক পন্ডিত, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম 'ভাষা প্রকাশ ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ। তার উক্তি- তুমি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোল বিজ্ঞানী আর আমি যেন ভবঘুরে। অপশন (খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভারতীয় উপমহাদেশের

একজন বাঙালি বহুভাষাবিদ ও দার্শনিক ছিলেন। তার বিখ্যাত বই: বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, বাংলা সাহিত্যের কথা। তার বিখ্যাত উক্তি- আমরা হিন্দু বা মুসলিম যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙ্গালি। অপশন (গ) মুহম্মদ এনামুল হক ও একজন শিক্ষাবিদ,ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর রচিত ব্যাকরণ বিষয়ক বই- ব্যাকরণ মঞ্জুরী। অপশন (ঘ) সুকুমার সেন ছিলেন একজন ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য বিশারদ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তার সাহিত্য বিষয়ক রচনা। ভাষা সম্পর্কে তার বিখ্যাত মন্তব্য- "ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয়, চিন্তার প্রসূতিও"।

৬. সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন কে?

(ক) মানোএল দ্য আস্‌সুম্পসাঁউ
(খ) রাজা রামমোহন রায়
(গ) রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী
(ঘ) নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (খ), রাজা রামমোহন রায় ছিলেন বাংলার নবজাগরণের আদি পুরুষ। তিনি ১৮২৮ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের একটি সামাজিক- ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ব্রাহ্মসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি সতীদাহ প্রথা এবং বাল্যবিবাহ বাতিলের প্রচেষ্ঠার জন্য পরিচিত। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম; বেদান্ত গ্রন্থ, বেদান্তসার। তাঁর বাংলা ব্যাকরণ- গৌড়ীয় ব্যাকরণ। অপশন (গ) রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী একজন বিজ্ঞান লেখক। তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার পথিকৃৎ। তার রচিত গ্রন্থ- জিজ্ঞাসা, শব্দ কথা, বিচিত্র জগৎ। অপশন (ঘ) নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড প্রাচ্যবিদ ও বৈয়াকরণিক। তিনি A Grammar of the Bengal language (বাংলা ভাষার ব্যাকরণ) বইটি রচনা করেন। এটি ইংরেজি ভাষায় রচিত বাংলা ব্যাকরণ। অপশন (ক) মনোএল দ্য আস্‌সুম্পসাঁউ একজন পর্তুগিজ যিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে তিনিই প্রথম ইউরোপীয় যিনি ভালোবেসে বাংলা ভাষায় বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচণা করেন। তাকে বাংলা ভাষাতত্ত্বের প্রথম পুরুষ ও প্রথম অভিধান সংকলক বলা হয়। তার রচিত গ্রন্থ- Vocabulario Em Idioma Bengalla, E Portuguez. এটি ১৭৪৩ সালে লিসবন থেকে প্রকাশিত হয়।

৭. উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী নিচের কোনটি উচ্চমধ্য-সম্মুখ স্বরধ্বনি?

(ক) অ (খ) আ
(গ) ও (ঘ) এ

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী 'অ' নিম্নমধ্য পশ্চাৎ স্বরধ্বনি। অপশন (খ) আ- উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী 'আ' কে নিম্ন স্বরধ্বনি বা কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত স্বরধ্বনি বলা হয়। একে বিবৃত ধ্বনি ও বলা হয়। অপশন (গ) উচ্চারণে রীতি অনুযায়ী 'ও' উচ্চমধ্য পশ্চাৎ স্বরধ্বনি। অপশন(ঘ) উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী 'এ' উচ্চমধ্য-সম্মুখ স্বরধ্বনি। সঠিক উত্তর অপশন (ঘ)।

৮. 'তাম্মুলিক' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি?

(ক) পান-ব্যবসায়ী (খ) পর্ণকার
(গ) তামসিক (ঘ) বারুই

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) পান-ব্যবসায়ী 'তাম্বুলিক' শব্দের সমার্থক শব্দ। তাম্বুলিক শব্দের অর্থ- পান ব্যবসায়ী, রারুই, পর্ণকার। অপশন (খ) পর্ণকার শব্দটি সাধারণভাবে কাউকে পর্ণের মোটামুটি মূল্য দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো বৃক্ষের পর্ণের রোপ। 'তাম্বুলিক' এর সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অপশন (ঘ) বারুই বলতে পানের চাষ ও ব্যবসায় যাদের জাতিগত পেশা। সঠিক উত্তর অপশন (গ)।

৯. 'তুমি তো ভারি সুন্দর ছবি আঁক!' – বাক্যটিতে কোন প্রকারের অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়েছে?

(ক) পদান্বয়ী অব্যয় (খ) অনুসর্গ অব্যয়
(গ) অনন্বয়ী অব্যয় (ঘ) অনুকার অব্যয়

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) পদান্বয়ী অব্যয়/অনুসর্গ অব্যয়: যে সকল অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাদের অনুসর্গ অব্যয় বা পদান্বয়ী অব্যয় বলে। যথা; ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (দিয়ে অনুসর্গ অব্যয়)। অপশন (খ) অনুসর্গ অব্যয় ই পদান্বয়ী অব্যয় নামে পরিচিত। অপশন (ঘ) অনুকার অব্যয়: যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার বা ধনাত্মক অব্যয় বলে। যথা; বজ্রের ধ্বনি- কড় কড়। মেঘের গর্জন- গুড় গুড়, কাকের ডাক- কা কা, বাতাসের গতি- শন শন। অপশন (গ) অনন্বয়ী অব্যয়: যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সমন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয় তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন; মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ। তুমি তো ভারি সুন্দর ছবি আঁক।

১০. নিচের কোনটি যৌগিক শব্দ?

(ক) প্রবীণ (খ) জেঠামি
(গ) সরোজ (ঘ) মিতালি

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) প্রবীণ = প্র+বীণ। এখানে ব্যবহারিক ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলাদা। এটি রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ। রূঢ়/রূঢ়ি শব্দ: প্রকৃতি প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দে ব্যুৎপত্তিগত ও ব্যবহারিক অর্থ আলাদা হলে তাকে রূঢ়/রূঢ়ি শব্দ বলে। প্রবীণ এ অর্থ হওয়া উচিত ছিল 'যিনি চমৎকার বীণা বাজাতে পারেন কিন্তু অর্থ হয়ে গেল বয়স্ক, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি। অপশন (খ) জেঠামি = জেঠা+আমি। এটির ব্যবহারিক ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলাদা। জেঠামি রূঢ়/রূঢ়ি শব্দ। সরোজ = সরোবরে জন্মে যা এটি যোগরূঢ় শব্দ। সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। অপশন (ঘ) মিতালি= মিতা+আলি। প্রত্যয় যোগে গঠিত এটি যৌগিক শব্দ। যে সব শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয় যোগে গঠিত হয় এবং ব্যুৎপত্তিগত ও ব্যবহারিক অর্থ একই, তাকে যৌগিক শব্দ বলে।

১১. 'সুনামীর তান্ডবে অনেকেই সর্বশান্ত হয়েছে।' – বাক্যটিতে কয়টি ভুল আছে?

(ক) একটি (খ) দুটি
(গ) তিনটি (ঘ) ভুল নেই **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সুনামীর তান্ডবে অনেকেই সর্বশান্ত হয়েছে। এখানে সুনামী, তান্ডব, সর্বশান্ত তিনটি বানান ভুল। সঠিক বানান নিম্নে দেওয়া হলো। সুনামী - সুনামি, তান্ডব- তাণ্ডব, সর্বশান্ত- সর্বস্বান্ত। উত্তর হবে অপশন (গ)।

১২. কৃদন্ত পদের পূর্ববর্তী পদকে কী বলে?

(ক) উপপদ (খ) প্রাতিপদিক
(গ) প্রপদ (ঘ) পূর্বপদ **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (খ) প্রাতিপদিক: বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। অর্থাৎ নামপদের যে অংশকে আর বিশ্লেষণ করা বা ভাঙ্গা যায় না, তাকে প্রাতিপদিক বলে। অপশন (গ) প্রপদ বলতে বিশেষ্য পদ বা পদাগ্রভাগ কে বোঝায়। অপশন (ঘ) পূর্বপদ: সমাস নিষ্পন্ন পদের/অর্থাৎ সমস্ত পদের প্রথম অংশ/শব্দকে পূর্বপদ বলে। অপশন (ক) উপপদ: যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সাথে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়, সেইপদকে উপপদ বলে। উপপদ অর্থ সমাসবদ্ধ কৃদন্ত পদের পূর্বপদ। অর্থাৎ কৃদন্ত পদের পূর্ববর্তী পদকে উপপদ বলে। উত্তর হবে অপশন (ক)।

১৩. 'তোমার নাম কী?' – এখানে 'কী' কোন প্রকারের পদ?

(ক) প্রশ্নবাচক (খ) অব্যয়
(গ) সর্বনাম (ঘ) বিশেষণ **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) প্রশ্নবাচক বলতে যে বাক্যে প্রশ্ন করা হয় তাকে বোঝায়। অপশন (খ) বাক্যে বা শব্দের সাথে ব্যবহৃত যে সকল ধ্বনি বিভক্তি বচন, লিঙ্গ ও কারকভেদে কোনোভাবে পরিবর্তন হয়না, সে সকল পদকে অব্যয় বলে। যেমন- যদি, যথা, বরং, আর। অপশন (ঘ) বিশেষণ: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম বা ক্রিয়াপদের যে পদে দোষ, গুণ, অবস্থা বা সংজ্ঞা বোঝায়, তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন: ভালো, মন্দ, লাল, কালো, সুন্দর ইত্যাদি। অপশন (গ) তোমার নাম কী? এখানে 'কী' সর্বনাম পদ। বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহার করা হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে। উদাহরণ: আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, আপনি, তিনি, সে, যে, কে, কী, কারা ইত্যাদি।

১৪. 'সরল' শব্দের বিপরীতার্থক নয় নিচের কোনটি?

(ক) কুটিল (খ) জটিল
(গ) বক্র (ঘ) গরল **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

(ক) কুটিল অর্থ যা সরল নয়। অসরল, খল, কপট। এটি বিশেষণ পদ। যা সরল এর বিপরীত শব্দ। (খ) জটিল অর্থ জট পাকানো, জড়ানো, কঠিন যা বিশেষণ পদ। যা সরল এর বিপরীত শব্দ। (গ) বক্র অর্থ বাকা, কুটিল, অসরল। যা সরল এর বিপরীত শব্দ। (ঘ) গরল শব্দের অর্থ বিষ, বিষাক্ত ঘা। এক প্রকার ক্ষত, ঘা। যা সরল এর বিপরীত অর্থ বহন করে না।

১৫. 'Rank' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী?

(ক) পদ (খ) পদমর্যাদা
(গ) মাত্রা (ঘ) উচ্চতা **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

(ক) পদ এর বাংলা পরিভাষা, অবস্থান, স্থান, অবস্থা। (গ) মাত্রা হলো বিশেষ্য পদ। এর দ্বারা পরিমান বোঝায়। (ঘ) উচ্চতা বলতে উপর দিকে বিস্তার বা নীচ থেকে একদম উপর পর্যন্ত বিস্তারকে বোঝায়। (খ) পদমর্যাদা: Rank এর বাংলা পরিভাষা। পদমর্যাদা বলতে মর্যাদাক্রম কে বোঝানো হয়। নির্দিষ্ট অবস্থানকে নির্দেশ করে। সঠিক উত্তর (খ) হবে।

১৬. চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশ করেন কে?

(ক) প্রবোধচন্দ্র বাগচী (খ) যতীন্দ্র মোহন বাগচী
(গ) প্রফুল্ল মোহন বাগচী (ঘ) প্রণয়ভূষণ বাগচী **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

(খ) যতীন্দ্র মোহন বাগচী ছিলেন একজন বাঙালি কবি ও সম্পাদক। 'কাজলা দিদি' তার বিখ্যাত কবিতা। তার সাহিত্যকর্মের মধ্যে আরো রয়েছে: লেখা, রেখা, জাগরণী, নীহারিকা, কাব্যমালঞ্চ। (গ) প্রফুল্ল মোহন বাগচীর কোনো সাহিত্যকর্ম পাওয়া যায়নি। (ঘ) প্রণয়ভূঞ্জন বাগচীর লেখা কোন সাহিত্যকর্ম পাওয়া যায়নি। (ক) চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশ করেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী। এই টীকার তিব্বতি অনুবাদ করেন কীর্তিচন্দ্র বা চন্দ্রকীর্তি। টীকাটি আবিষ্কার/প্রকাশ করেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী।

১৭. 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের রচয়িতা জয়দেব কার সভাকবি ছিলেন?

(ক) শশাঙ্কদেবের (খ) লক্ষ্মণ সেনের
(গ) যশোবর্মনের (ঘ) হর্ষবর্ধনের **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) শশাঙ্কদেব ছিলেন প্রাচীর বাঙ্গালার গৌড় সাম্রাজের সার্বভৌম নৃপতি ও বাংলা অঞ্চলে একীভূত রাষ্ট্রের প্রথম স্বাধীন রাজা। অপশন (গ) যশোবর্মন কনৌদের রাজা ছিলেন। অপশন (ঘ) হর্ষবর্ধন ছিলেন উত্তর ভারতের এক খ্যাতনামা সম্রাট। তিনি পুষ্যভূতি বংশীয় রাজা প্রভাকর বর্ধনের সন্তান ছিলেন। বিখ্যাত বানভট্র হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন। অপশন (খ) 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের রচয়িতা জয়দেব রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে জয়দেবের অসাধারণ পান্ডিত্য ছিল।

১৮. কবি যশোরাজ খান বৈষ্ণবপদ রচনা করেন কোন ভাষায়?

(ক) ব্রজবুলি (খ) বাংলা
(গ) সংস্কৃত (ঘ) হিন্দি **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কবি যশোরাজ খান বাংলা, সংস্কৃত বা হিন্দি ভাষায় বৈষ্ণব পদ রচনা করেননি। বাংলা ভাষা পৃথিবীর বৃহত্তম ভাষাগোষ্ঠী ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের শতম শাখা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অপশন (গ) সংস্কৃত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের ইন্দো ইরানীয় উপপরিবারের সদস্য। অপশন (ঘ) হিন্দি কে হিন্দুস্তানি ভাষার একটি প্রমিত ও সাংস্কৃতায়ন নিবন্ধন হিসেবে বর্ণনা করা হয়। অপশন (ক) কবি যশোরাজ খান বৈষ্ণবপদ রচনা করেন ব্রজবুলি ভাষায়। প্রাচীন বাংলার প্রথম ব্রজবুলি পদ রচনা করেন ব্রজবুলি ভাষায়। প্রাচীন বাংলার প্রথম ব্রজবুলি পদ রচনা করেন যশোরাজ খান।

১৯. নিচের কোন জন যুদ্ধকাব্যের রচয়িতা নন?

(ক) দৌলত উজর বাহরাম খাঁ (খ) সাবিরিদ খাঁ
(গ) সৈয়দ সুলতান (ঘ) সৈয়দ নূরুদ্দীন **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) দৌলত উজির বাহরাম খান ১৬ শতকের কবি ছিলেন। তার বিখ্যাত কাব্য জঙ্গনামা, লাইলী-মজনু। তিনি মধ্যযুগের কবি ছিলেন। তিনি যুদ্ধ কাব্য নিয়ে 'জঙ্গনামা' কাব্য রচনা করেছেন। অপশন (খ) সাবিরিদ খাঁ মূলত চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি ছিলেন। তিনি যুদ্ধ কাব্য রচনা করেছেন। বিদ্যাসুন্দর, রসুল বিজয় তার কাব্য। অপশন (গ) সৈয়দ সুলতান ছিলেন সুফি সাধক ও শাস্ত্রবিদ। তিনি যুদ্ধকাব্যের রচয়িতা। তার শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম কাব্য হচ্ছে 'নবীবংশ'। অন্যান্য কাব্গ্রন্থগুলো- জ্ঞান প্রদীপ, জ্ঞান চৌতিশা, জয়কুম রাজার লড়াই। অপশন (ঘ) সৈয়দ নূরুদ্দীন ছিলেন একজন বাংলাদেশী সাংবাদিক। তিনি কোনো যুদ্ধ কাব্য রচনা করেননি। উত্তর হবে অপশন (ঘ)।

২০. কোনটি কবি জৈনুদ্দিনের কাব্যগ্রন্থ?

(ক) রসুল বিজয় (খ) মক্কা বিজয়
(গ) রসুলচরিত (ঘ) মক্কানামা **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কবি জৈনুদ্দিন মধ্যযুগের বাংলার একজন বিখ্যাত কবি। তিনি গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহের সভাকবি ছিলেন। তার রচিত ফার্সি গ্রন্থের অনুসরণে লিখিত কাব্য 'রসুল বিজয়'। রসুল-বিজয় কাব্যটি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমান রচিত বিজয়-কাব্যধারার অন্যতম পথিকৃৎ। অপশন (খ), (গ), (ঘ) তার কাব্যগ্রন্থ নয়। উত্তর হবে অপশন (ক)।

২১. "বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ" গ্রন্থের রচয়িতা কে?

(ক) বিনয় ঘোষ (খ) সুবিনয় ঘোষ
(গ) বিনয় ভট্টাচার্য (ঘ) বিনয় বর্মণ **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (গ) বাংলা সাহিত্যে বিনয় ভট্টাচার্যের কিছু কবিতা রয়েছে বাংলা ভাষা আন্দোলন, স্বপ্নের বিবরে স্বপ্ন, বিচিত্র ভাবনা, কোথা সেই কবি। অপশন (ঘ) বিনয় বর্মন একজন লেখক হিসেবে খ্যাতিমান। তার বইগুলোর মধ্যে রয়েছে নন্দনে নিন্দিত ভোর, বিনিময়ে তাকে তুমি কতটুকু দাও প্রেম বিরহের অনুকবিতা। অপশন (ক) বিনয় ঘোষ সাংবাদিক, সমাজতান্ত্রিক, লেখক, সাহিত্য সমালোচক বাংলা ভাষা ও লোকসংস্কৃতির গবেষক। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসে ধারা ১৮০০-১৯০০, জনসভার সাহিত্য, নববাবু চরিত্র।

২২. প্রথম সাহিত্যিক গদ্যের স্রষ্টা কে?

(ক) রাজা রামমোহন রায় (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(গ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) রাজা রামমোহন রায় ছিলেন বাংলার নবজাগরনের আদি পুরুষ। তার রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ গৌড়ীয় ব্যাকরণ। এটি বাঙালি রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ। তিনি সতীদাহ প্রথা এবং বাল্যবিবাহ বাতিলের প্রচেষ্ঠার জন্য পরিচিত ছিলেন। অপশন (গ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও পন্ডিত ছিলেন। তার অনুবাদকৃত গ্রন্থ 'বত্রিশ সিংহাসন'। এছাড়া দার্শনিক নিবন্ধ বিষয়ক 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' ও ইতিহাস সংকলক বিষয়ক 'রাজাবলী' গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়। অপশন (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বলা হয়। তিনি ১৮৩৮ সালের ২৬জুন পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত কাঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তার ছদ্মনাম 'কমলাকান্ত'। তার উপন্যাস সমূহ; দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, সীতারাম, রাজসিংহ প্রমুখ। অপশন (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কে বলা হয় বাংলা গদ্যের জনক। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তিনি বাংলা গদ্যে যতি বা বিরামচিহ্নের প্রথম ব্যবহার করেন। তার বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম- বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস ইত্যাদি। তার আত্মজীবনীমূলক লেখা আত্মচরিত।

২৩. প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কত সালে?

(ক) ১৮৫৮ সালে (খ) ১৯৭৮ সালে
(গ) ১৮৪৮ সালে (ঘ) ১৮৬৮ সালে **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) ১৮৫৮ সালে প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। এছাড়া তিনি আরো কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন: অভেদী (১৮৭১), আধ্যাত্মিকা (১৮৮০), রামারঞ্জিকা (১৮৬০), বামাতোষিণী (১৮৭১)।

২৪. শচীন, দামিনী ও শ্রীবিলাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন উপন্যাসের চরিত্র?

(ক) চতুরঙ্গ (খ) চার অধ্যায়
(গ) নৌকাডুবি (ঘ) ঘরে বাইরে **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (খ) চার অধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস। এটি বাংলা ভাষায় রচিত একটি কালজয়ী রাজনৈতিক উপন্যাস। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। চার অধ্যায়ের চরিত্রের মধ্যে রয়েছে- অতিন, ইন্দ্রনাথ, এলা প্রমুখ। অপশন (গ) নৌকাডুবি রবীন্দ্রনাথের সামাজিক উপন্যাস। এর উল্লেখযোগ্য চরিত্র রমেশ, নলিনাঘ, কমলা। এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় সম্পর্কের জটিলতায় দ্বিধাহীন মানুষগুলোর বর্ণনা। অপশন (ঘ) ঘরে-বাইরে চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস। এটি রাজনৈতিক উপন্যাস। উপজীব্য বিষয় ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি। অপশন (ক) চতুরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। উপজীব্য বিষয় এক যুবকের আত্মানুসন্ধান। এই উপন্যাসের চরিত্র- শচীন, দামিনী ও শ্রীবিলাস।

২৫. "তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষাগরু" –এই কবিতাংশটির রচয়িতা কে?

(ক) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(গ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবি ও সাহিত্যিক। তার বিখ্যাত কবিতার পঙ্গক্তি: 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়। তার কবিতা: স্বাধীনতা- সঙ্গীত, হায় কোথা সেইদিন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন কবি ও সাহিত্যিক। তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তার রচিত কবিতা: কে, তপসে মাছ, ভারতের ভাগ্য-বিপ্লব, মাতৃভাষা মানুষ কে? "তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষাগরু" এই কবিতাংশটির রচয়িতা ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

২৬. মীর মশাররফ হোসেনের কোন গ্রন্থের উপজীব্য হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ?

(ক) গো-জীবন (খ) ইসলামের জয়
(গ) এর উপায় কী (ঘ) বসন্তকুমারী নাটক **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (খ) মীর মশাররফ হোসেন রচিত গ্রন্থ ইসলামের জয়। এই গ্রন্থ লিখে তিনি ব্যাপক সমালোচনার মধ্যে পড়েন। অপশন (গ) 'এর উপায় কী' মীর মশাররফ হোসেনের প্রহসন। এটি ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তার আরও কিছু প্রহসন রয়েছে, এ কি! ভাই ভাই এইতো চাই, ফাঁস কাগজ। অপশন (ঘ) বাংলা সাহিত্যে মুসলমান রচিত প্রথম নাটক 'বসন্তকুমারী'। এটি মীর মশাররফ হোসেনের নাটক। এছাড়াও 'জমীদার দর্পণ', 'বেহুলা গীতাভিনয়, 'টালা অভিনয়', তার রচিত নাটক।

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বয়সে ছোটগল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন?

(ক) ১০ বছর (খ) ১২ বছর
(গ) ১৪ বছর (ঘ) ১৬ বছর **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ছোট গল্পকার হচ্ছেন এমন একজন সাহিত্যিক, যিনি ছোটগল্প লিখে থাকেন। সাহিত্যের একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ধারা বলা হয় ছোটগল্পকে। অনেক বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিকের সাহিত্যজীবন শুরু হয় ছোটগল্পের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৬ বছর বয়সে ছোট গল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তার প্রথম ছোটগল্প ছিল 'ভিখারিনী'। রবীন্দ্রনাথের কবিতা রচনার সূত্রপাত হয় আট বছর বয়সে। তার প্রথম কবিতা হিন্দুমেলার উপহার।

২৮. নিচের কোনটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ নয়?

(ক) ইছামতি (খ) মেঘমল্লার
(গ) মৌরিফুল (ঘ) যাত্রাবদল **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (খ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত ঔপন্যাসিক। তিনি উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটগল্প, আত্মজীবনী-মূলক রচনা, কিশোর পাঠ্য ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন। মেঘমল্লার,মৌরিফুল, যাত্রাবদল তার রচিত গল্পগ্রন্থ। অর্থাৎ প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখিত খ, গ, ঘ এ তিনটি গ্রন্থই তার গল্পগ্রন্থ। অপশন (ক)-এ, 'ইছামতি' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর একটি উপন্যাস। এছাড়াও তার রচিত আরও কিছু উপন্যাস: পথের পাঁচালী, অপরাজিত, দৃষ্টি প্রদীপ, আরণ্যক, অশনি সংকেত।

২৯. 'আমার পথ' প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?

(ক) যুগ-বাণী (খ) রুদ্র-মঙ্গল

(গ) দুর্দিনের যাত্রী (ঘ) রাজবন্দির জবানবন্দি **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) 'যুগ-বাণী'- কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ। এটি ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। যুগবাণী ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রথম নিষিদ্ধ গ্রন্থ। অপশন (গ) 'দুর্দিনের যাত্রী' ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। এটি নজরুলের প্রবন্ধ। অপশন (ঘ) 'রাজবন্দীর জবানবন্দি' ১৯২৩ সালে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের আর একটি প্রবন্ধ। অপশন (খ) কাজী নজরুলের 'আমার পথ' প্রবন্ধটি তার 'রুদ্র-মঙ্গল' সাহিত্যকর্মের অন্তর্গত।

৩০. 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী কাকে তপোবন-প্রেমিক বলেছেন?

(ক) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে

(খ) জসীম উদ্‌দীনকে

(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে

(ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক। তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, আত্মজীবনী, কিশোর পাঠ্য, ভ্রমণকাহিনি রচনা করেছেন। তার উপন্যাসসমূহ: পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক, ইছামতী ইত্যাদি। ছোটগল্প: মেঘমল্লার, মৌরিফুল, যাত্রাবদল প্রমুখ। কিশোরপাঠ্য: চাঁদের পাহাড়। ভ্রমণকাহিনি: অভিযাত্রিক। অপশন (খ) জসীমউদ্দীন কে বাংলা সাহিত্যের পল্লিকবি বলা হয়। পল্লিগীতি সংগ্রাহক পদে ড.দীনেশচন্দ্র সেনের অনুকূল্যে নিয়োগ লাভ করেন। তার সাহিত্যকর্ম; রাখালী, বালুচর, ধানক্ষেত, মাটির কান্না, সুচয়নী ইত্যাদি। তার আত্মজীবনী: জীবনকথা। অপশন (ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক বলা হয়। তার প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি'। শরৎচন্দ্র রচিত শ্রেষ্ঠ রচনা ও আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'। এটি ৪ খন্ডে প্রকাশিত হয়। তার রচিত প্রথম গল্প 'মন্দির'। অপশন (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের ৭ই মে কলকাতার জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে 'কথাসাহিত্যিক' বলা হয়। তিনি একাধারে উপন্যাস, ছোটগল্প, কাব্য, প্রবন্ধ, নাটক, পত্র সংকলন রচনা করেছেন। তার প্রথম প্রকাশিত কাব্য 'কবি কাহিনি'। তার লেখা প্রথম উপন্যাস ও অসমাপ্ত উপন্যাস করুণা (১৮৭৭-৭৮)। তিনি ছোটগল্পকার হিসেবেও পরিচিত। 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ কে তপোবন প্রেমিক বলেছেন।

৩১. 'আমি যখন জেলে যাই তখন ওপর বয়স মাত্র কয়েক মাস।' – এখানে 'ওর' বলতে শেখ মুজিবুর রহমান কাকে বুঝিয়েছেন?

(ক) শেখ নাসেরকে (খ) শেখ কামালকে

(গ) শেখ হাসিনাকে (ঘ) শেখ রেহেনাকে **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

শেখ মুজিব যখন জেলে যাই তখন শেখ কামালের বয়স ছিল মাত্র কয়েক মাস। "আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েকমাস।" এখানে শেখ মুজিব 'ওর' বলতে শেখ কামালকে বুঝিয়েছেন। এই বিবৃতি টি 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৩২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন কোথায়?

(ক) গাইবান্ধায় (খ) বগুড়ায়

(গ) ঢাকায় (ঘ) সিরাজগঞ্জে **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (খ) আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পৈতৃক নিবাস ছিল 'বগুড়া' তে। অপশন (গ) কবি শামসুর রহমান ঢাকা জেলার মাহুতটুলীতে জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৯ সালের ২৩ অক্টোবর। তিনি 'দৈনিক মর্নিং নিউজ' এ সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। অপশন (ঘ) সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ১৮৮০ সালের ১৩ জুলাই, সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। অপশন (ক) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন- ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ সালে গাইবান্ধা জেলার গোটিয়া গ্রামে। তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস "চিলেকোঠার সেপাই"। তার প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ- 'অন্য ঘরে অন্য স্বর, তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন- 'সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু'।

৩৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' প্রকৃত পক্ষে বাংলা কোন ছন্দের নব-রূপায়ণ?

(ক) স্বরবৃত্ত ছন্দ (খ) অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

(গ) মাত্রাবৃত্ত ছন্দ (ঘ) গৈরিশ ছন্দ **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) স্বরবৃত্ত ছন্দ: বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত প্রধান তিনটি ছন্দের একটি। অন্য দুটি অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। যে ছন্দের পর্ব চার মাত্রার, যার প্রতিপর্বের আদিতে একটি প্রবল স্বর বা শ্বাসাঘাত পড়ে এবং যে ছন্দে অক্ষর মাত্রই এক মাত্রার তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে। যেমন, হচ্ছে বাদল/দিনে রাতে ৪+৪। অপশন (গ) মাত্রাবৃত্ত: মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতাগুলোর মূলপর্ব ৪,৫,৬,৭ মাত্রার হতে পারে। উদাহরণ: এইখানে তোর দাদির কবর।

৪ মাত্রা ২ মাত্রা ৩ মাত্রা ৩ মাত্রা

অপশন (ঘ) পয়ার যেমন আলাদা কোনও ছন্দ নয়, বিবিধ ছন্দের একটা বিশেষ রকমের বাধনমাত্র, গৈরিশ ছন্দ ও আসলে তাই-ই। অপশন (খ) অক্ষরবৃত্ত ছন্দ: অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতাগুলোর মূলপর্ব সাধারণত ৮ বা ১০ হয়। এছাড়া অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ৮+৮, ৮+৬, ৮+৪, ৮+২ হতে পারে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নব-রূপায়ন 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ'। মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' ব্যবহার করেছেন যা প্রকৃত পক্ষ্যে বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নব-রূপায়ন।

৩৪. "বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়" কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?

(ক) সৈয়দ শামসুল হক (খ) শামসুর রাহমান

(গ) হাসান হাফিজুর রহমান (ঘ) আহসান হাবীব **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) সৈয়দ শামসুল হককে বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্যাঙ্গনে 'সব্যসাচী লেখক' বলা হয়। তিনি ১৯৩৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে; একদা এক রাজ্যে, প্রতিধ্বনিগণ, রজুপথে চলেছি, পরানের গহীন ভিতর। অপশন (গ) হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন একজন প্রাবন্ধিক, কবি, গল্পকার, সমালোচক, সম্পাদক, সাংবাদিক। তার প্রকাশিত প্রথম কাব্য-বিমুখ প্রান্তর। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম সাহিত্য সংকলন। অপশন (ঘ) আহসান হাবীব মূলত একজন কবি ও সাংবাদিক। তার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- রাত্রিশেষ। তার কবিতার বিষয়বস্তু ছিল বস্তুনিষ্ঠতা ও বাস্তব জীবনবোধ। অপশন (খ) কবি শামসুর রহমান ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ অক্টোবর ঢাকায় জন্মগ্রহন করেন। তার পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরার পাড়াতলী গ্রামে। তার রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্য-বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, বন্দী শিবির থেকে, বিধ্বস্ত নীলিমা, রৌদ্র করোটিতে, নিরালোকে দিব্যরথ।

৩৫. "দুর্দিনের দিনলিপি" স্মৃতিগ্রন্থটি কার লেখা?

(ক) আবুল ফজল (খ) আবদুল কাদির

(গ) জাহানারা ইমাম (ঘ) মুশতারি শফী **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (খ) আবদুল কাদির বাঙালি কবি, সাহিত্য-সমালোচক, ছান্দসিক হিসেবে খ্যাত। আবদুল কাদিরের কাব্য: দিলরুবা, উত্তর বসন্ত। জীবনী 'কবি নজরুল', কাজী আবদুল ওদুদ। অপশন (গ) জাহানারা ইমাম ছিলেন একজন বাংলা দেশী লেখিকা কথাসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ। তার স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ: একাত্তরের দিনগুলি। তিনি সাহিত্যকৃতির জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। অপশন (ঘ) মুশতারি শফী একজন সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত। একাধারে তিনি উদ্যোক্তা, নারী নেত্রী, সমাজসংগঠক। তিনি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী, চিঠি, জাহানারা ইমামকে। এছাড়াও তিনি প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি, গল্পগ্রন্থে অবদান রেখেছেন। অপশন (ক) আবুল ফজল মূলত একজন সাহিত্যিক। 'কথাশিল্পী' হিসেবেও তিনি পরিচিত। আবুল ফজলের উপন্যাস: চৌচির, রাঙ্গা প্রভাত, গল্পগ্রন্থ: মাটির পৃথিবী, নির্বাচিত গল্প, প্রবন্ধ: বিচিত্র কথা, সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন। আত্মকাহিনি ও দিনলিপি: রেখাচিত্র (১৯৬৬), লেখকের রোজনামচা (১৯৬৯), দুর্দিনের দিনলিপি (১৯৭২)।

১৫তম বিসিএস (প্রিলিমিনারি)

১. 'সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন। হউক দূর অকল্যাণ সকল অশোভন।'- চরণ দুটি কার লেখা?

ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. শেখ ফজলুল করিম **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'সুন্দর হে, দাও সুন্দর জীবন। হউক দূর অকল্যাণ সকল অশোভন'।-চরণ দুটি শেখ ফজলুল করিমের লেখা।
- শেখ ফজলুল করিমের আরো কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পঙ্ক্তি- কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরা-সুর। (স্বর্গ ও নরক), প্রীতি ও প্রেমের পূন্য বাঁধনে যাবে মিলি পরস্পরে, স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে।
- দুর্গম কান্তার মরু দুস্তর পারাপার (কান্ডারি হুশিয়ার)- কাজী নজরুল ইসলাম।
- বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়। (নৈবেদ্য)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২. 'অপমান' শব্দের 'অপ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?

ক. বিপরীত খ. নিকৃষ্ট

গ. বিকৃত ঘ. অভাব **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'অপমান' শব্দের 'অপ' উপসর্গটি 'বিপরীত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- 'অপ' উপসর্গটির বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত আরো কতকগুলো উদাহরণ- অপকার, অপচয়, অপবাদ।
- 'অপ' উপসর্গটির 'নিকৃষ্ট' অর্থে ব্যবহৃত কতকগুলো উদাহরণ- অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ।
- 'অপ' উপসর্গটির 'বিকৃত' অর্থে ব্যবহৃত কতকগুলো উদাহরণ- অপমৃত্যু, অপসংস্কৃতি।
- 'অপ' উপসর্গটির 'স্থানান্তর' অর্থে ব্যবহৃত কতকগুলো উদাহরণ- অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন।

৩. 'সোনালী কাবিন' এর রচয়িতা কে?

ক. হাসান হাফিজুর রহমান

খ. আল মাহমুদ
গ. হুমায়ুন আজাদ
ঘ. শক্তি চট্টোপাধ্যায় **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'সোনালী কাবিন' এর রচিয়তা- আল মাহমুদ।
- আল-মাহমুদ রচিত কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাব্য- লোক লোকান্তর, কালের কলস, মায়াবী পর্দা দুলে উঠো, পাখির কাছে ফুলের কাছে, বখতিয়ারের ঘোড়া ইত্যাদি।
- হাসান হাফিজুর রহমান রচিত কাব্য- বিমুখ প্রান্তর, যখন উদ্যত সঙ্গীন, আর্ত শব্দাবলী, শোকার্ত তরবারী ইত্যাদি।
- হুমায়ুন আজাদ রচিত কাব্য- অলৌকিক ইস্টিমার, সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, কাফনে মোরা অশ্রুবিন্দু, জ্বলো চিতাবাঘ ইত্যাদি।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত কোন নাটকটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছিলেন?

ক. বিসর্জন খ. ডাকঘর
গ. বসন্ত ঘ. অচলায়তন **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' নাটকটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কালের যাত্রা' নাটকটি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'তাসের দেশ' নাটকটি নেতাজি সুভাসচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন।
- কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'সঞ্চিতা' কাব্যটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন।
- কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'সর্বহারা' কাব্যটি বিরজাসুন্দরী দেবীকে উৎসর্গ করেন।

৫. বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার নাম–

ক. সুন্দরম খ. লোকায়ত
গ. উত্তরাধিকার ঘ. কিছুধ্বনি **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার নাম উত্তরাধিকার (সৃজন সাহিত্য)।
- এছাড়া বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকা-

পত্রিকার নাম	পত্রিকার বিষয়
বাংলা একাডেমি পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)	গবেষণামূলক
ধান শালিকের দেশ (ত্রৈমাসিক)	কিশোর সাহিত্য
বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা (ষান্মাষিক)	বিজ্ঞান বিষয়ক
বার্তা (মাসিক)	মুখপত্র
বাংলা একাডেমি জার্নাল (ষান্মাষিক)	

- 'লোকায়েত' (১৯৯০) পত্রিকাটি হুগলী জেলার শ্রীরামপুর স্টেশনের ডাউন প্লাটফর্মের হাতে লেখা দেয়াল পত্রিকা।

৬. 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর প্রধান লেখক ছিলেন–

ক. কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন প্রমুখ
খ. মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ
গ. কাজী ইমদাদুল হক, মোহম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রমুখ
ঘ. মোহম্মদ আকরাম খাঁ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর প্রধান লেখক ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন প্রমুখ।
- 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর মাধ্যমে 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের' সূত্রপাত হয়।
- এ সংগঠনের মুখপাত্র 'শিখা' পত্রিকা।
- 'শিখা' পত্রিকাটি ১৯২৭ সালে আবুল হোসেনের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
- 'শিখা' পত্রিকার স্লোগান 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'।

৭. 'ঠক চাচা' চরিত্রটি কোন উপন্যাসে পাওয়া যায়?

ক. আলালের ঘরের দুলাল খ. জোহরা
গ. মৃত্যুক্ষুধা ঘ. হাজার বছর ধরে **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘ঠক চাচা’ চরিত্রটি ‘আলালের ঘরের দুলাল’ উপন্যাসে পাওয়া যায়।
- ঠক চাচা চরিত্রটি- ধূর্ততা, বৈষয়িক, বুদ্ধি ও প্রাণ ময়তা নিয়ে এক জীবন্ত চরিত্র।
- ‘আলালের ঘরের দুলাল’ উপন্যাসে আরো কতকগুলো চরিত্র- ধূর্ত উকিল বটলর, অর্থলোভী বাঞ্ছারাম, তোষামোদকারী বক্রেশ্বর।
- ‘আলালের ঘরের দুলাল’ প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত প্রথম উপন্যাস।
- ‘জোহরা’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নাম চরিত্র ‘জোহরা’।
- ‘মৃত্যুক্ষুধা’ উপন্যাসের চরিত্র- গজালের মা, আনসার, রুবি ইত্যাদি।
- ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের চরিত্র- টুনি, মন্তু, মকবুল ইত্যাদি।

৮. ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?

ক. ১৮৬৫ খ. ১৮৭২

গ. ১৮৭৫ ঘ. ১৮৮১ **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা ১৮৭২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।
- বাংলা গদ্যের বিকাশে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার অন্যতম লেখক ছিলেন- রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- ‘সবুজপত্র’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়- ১৯১৪ সালে।
- ‘আঙুর’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়- ১৯২০ সালে।
- ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়- ১৮৪৩ সালে।
- ‘কল্লোল’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়- ১৯২৩ সালে।
- ‘শিখা’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়- ১৯২৭ সালে।

৯. সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য–

ক. তৎসম ও অতৎসম শব্দের ব্যবহারে

খ. ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপে

গ. শব্দের কথা ও লেখ্য রূপে

ঘ. বাক্যের সরলতা ও জটিলতায় **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য- ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপে।
- সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো-

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
সাধু ভাষা গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল	চলিত ভাষা তদ্ভব শব্দবহুল
সাধুভাষা ব্যাকরণের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে এবং পদবিন্যাস নিয়ন্ত্রিত	চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল
সাধুভাষা নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতায় অনুপযোগী	চলিতভাষা নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতায় উপযোগী
সাধুভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়া পদ এক বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে	চলিত ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে
সর্বনাম, ক্রিয়া ও অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহার করা হয়	সর্বনাম, ক্রিয়া ও অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা হয়

১০. ‘সমকাল’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন–

ক. বিনয় ঘোষ খ. সিকান্দার আবু জাফর

গ. মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঘ. তফাজ্জল হোসেন **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘সমকাল’ পত্রিকার সম্পাদকে সিকান্দার আবু জাফর।
- সমকাল পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে।
- এটি তৎকালীন সময়ে ঢাকার প্রভাবশালী পত্রিকা ছিল।
- মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ‘মাসিক মোহাম্মদী’ (১৯২৭) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।
- তফাজ্জল হোসেন ‘ইত্তেফাক’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১১. ‘প্রভাত চিন্তা’ নিভৃত চিন্তা; ‘নিশীথ চিন্তা’ প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা-

ক. কালীপ্রসন্ন সিংহ খ. কালীপ্রসন্ন ঘোষ
গ. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ঘ. এস ওয়াজেদ আলী **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'প্রভাত চিন্তা', 'নিভৃত চিন্তা', 'নিশীত চিন্তা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা কালীপ্রসন্ন ঘোষ।
- এগুলো কালী প্রসন্ন ঘোষ রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ।
- কালী প্রসন্ন ঘোষ রচিত বিখ্যাত কবিতা 'পারিব না'।
- কালী প্রসন্ন সিংহ রচিত বিখ্যাত উপন্যাস- 'হুঁতোম প্যাঁচার নকশা' এটি একটি রম্য রচনা।
- কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ- কৈবল্যতত্ব।
- এস ওয়াজেদ আলী রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ- ভবিষ্যতের বাঙালি, অতীতের বোঝা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ইত্যাদি।

১২. 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত' এই উক্তিটি কার?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী আবদুল ওদুদ
গ. মোহম্মদ লুৎফর রহমান ঘ. প্রমথ চৌধুরী **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত' এই উক্তিটি প্রথম চৌধুরীর।
- প্রথম চৌধুরীর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি হলো- ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে উল্টোটা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে। (ভাষার কথা)
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিখ্যাত উক্তি হলো- মানুষ যা চায় ভুল করে চায়, যা পায় তা চায় না। (মানুষের ধর্ম)
- কাজী আবদুল ওদুদ এর একটি বিখ্যাত উক্তি হলো- 'যে পথ দুর্গম, চেষ্টা করে সে পথকে সুগম করা যায়'।
- মোহাম্মদ লুৎফর রহমান এর একটি বিখ্যাত উক্তি হলো- "তুমি তোমার ব্যক্তিত্বকে দৃঢ় করে তোল, কেউ তোমার উপর অন্যায় আধিপত্য করতে পারবে না"।

১৩. 'দ্যুলোক' শব্দের যথার্থ সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?

ক. দুঃ + লোক খ. দিব্ + লোক
গ. দ্বি + লোক ঘ. দ্বিঃ + লোক **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'দ্যুলোক' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ- দিব্ + লোক।
- এটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি।
- সন্ধির প্রচলিত নিয়ম না মেনে যে সন্ধি হয় তাকে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বলে।
- আরো কতকগুলো নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি-
  - আ + চর্য = আশ্চর্য
  - মনস্ + ঈষা = মনীষা
  - গো + পদ = গোষ্পদ
  - ষট্ + দশ = ষোড়শ
  - এক + দশ = একাদশ

১৪. 'তাপ' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ–

ক. শৈত্য খ. শীতল
গ. উত্তাপ ঘ. হিম **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'তাপ' শব্দের বিপরীত শব্দ শৈত্য।
- আরো কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত শব্দ নিম্নে দেওয়া হলো-

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
অগ্র	পশ্চাৎ
আদি	অন্ত
ঐচ্ছিক	আবশ্যিক
ঔদ্ধত্য	বিনয়
কৃষ্ণ	শুল্ক/ধবল/শুভ্র

১৫. 'ইচ্ছা' বিশেষ্যের বিশেষণ নির্দেশ করুন।

ক. ইচ্ছাময় খ. ঐচ্ছিক
গ. ইচ্ছুক ঘ. অনিচ্ছা **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ইচ্ছা' বিশেষ্যের বিশেষণ হলো- ঐচ্ছিক।

➢ আরো কতকগুলো বিশেষ্য ও বিশেষণ নিম্নে দেওয়া হলো-

বিশেষ্য	বিশেষণ
চাতুর্য	চতুর
জীবন	জীবনী
দহন	দহনীয়
ভূগোল	ভৌগোলিক
সন্ধ্যা	সান্ধ্য

১৬. কোন বাক্যটিতে সমধাতুজ কর্ম আছে?

ক. সে বই পড়ছে
খ. সে গভীর চিন্তায় মগ্ন
গ. সে ঘুমিয়ে আছে
ঘ. সে যে চাল চেলেছে তাতে তাকে ষড়যন্ত্রকারী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

➢ নিম্নলিখিত বাক্যে সমধাতুজ কর্ম রয়েছে- সে যে চাল চেলেছে তাতে তাকে ষড়যন্ত্রকারী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।
➢ বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে সমধাতুজ কর্ম বা ধাত্বর্থক কর্মপদ বলে। যেমন- আর কত খেলা খেলবে। মূল 'খেল' ধাতু থেকে ক্রিয়াপদ 'খেলবে' এবং কর্মপদ 'খেলা' উভয়ই গঠিত হয়েছে। তাই 'খেলা' পদটি সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক কর্ম।
➢ সমধাতুজ কর্মপদ অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক করে। যেমন: এমন সুখের মরণ কে মরতে পারে? বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি।

১৭. Wisdom শব্দের বাংলা অর্থ– *[১৫তম বিসিএস]*

ক. জ্ঞান খ. বুদ্ধি
গ. মেধা ঘ. প্রজ্ঞা **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

➢ ডরংফড়স শব্দের বাংলা অর্থ- প্রজ্ঞা।
➢ জ্ঞান শব্দের ইংরেজি অর্থ- কহড়ষিবফমব।
➢ বুদ্ধি শব্দের ইংরেজি অর্থ- ওহঃবষষবপঃ।
➢ মেধা শব্দের ইংরেজি অর্থ- ঞধষবহঃ।
➢ সুতরাং প্রশ্ন অনুসারে ঠিক উত্তর অপশন (ঘ)।

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায় : ২)–২০১৯

১. 'তুমি না বলেছিলে এখানে আসবে'– এখানে 'না' এর ব্যবহার কি অর্থে?

ক. প্রশ্নবোধক খ. না-বোধক
গ. বিস্ময়সূচক ঘ. হ্যাঁ বোধক **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

➢ 'তুমি না বলেছিলে এখানে আসবে' এখানে 'না' এর ব্যবহার 'হ্যাঁ বোধক' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
➢ 'তুমি কি আসবে না? এখানে প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহৃত।
➢ কী করেই না দিন কাটাচ্ছ! (বিস্ময়ে)
➢ এরুপ : তিনি যাবেন, না হয় আমি যাব। (বিকল্প প্রকাশে)
➢ ছেলে তো না যেন একটা হিটলার। (তুলনায়)।
➢ এখন যেও না। (নিষেধ অর্থে)।

২. 'বর্ণ' হচ্ছে–

ক. ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ
খ. ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক
গ. একটি সঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনি হচ্ছে
ঘ. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

➢ এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে অক্ষর বলে।
➢ অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে মাত্রা বলে।

- শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে ধ্বনি বলে।
- বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক শব্দ।
- ভাষার মূল উপকরণ বাক্য।
- বর্ণ হচ্ছে ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক।
- ভাষার ইট বলা হয় বর্ণকে।

৩. 'তেপান্তর' কোন সমাসের উদাহরণ?

ক. কর্মধারয় খ. বহুব্রীহি
গ. দ্বিগু ঘ. অব্যয়ীভাব **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

- কর্মধারয় সমাস– নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম।
- বহুব্রীহি সমাস– নীল বসন যার = নীলবসনা।
- অব্যয়ীভাব সমাস– কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ।
- 'তেপান্তর'- দ্বিগু সমাস।
- তিন প্রান্তের সমাহার = তেপান্তর।
- সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে।

৪. আমি, তুমি ও সে

ক. সবাই খ. আমরা
গ. আমাদের ঘ. সকলে **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

- আমি, তুমি ও সে আমরা।
- এটি নিত্য সমাস।
- যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্য সমাস বলে।
- যেমন : অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, অন্য গৃহ = গৃহান্তর, দুই এবং নব্বই = বিরানব্বই।
- এছাড়া বাক্য সংকোচন : আমি, তুমি ও সে = আমরা।

৫. 'বুঝে শুনে উত্তর দাও নতুবা ভুল হবে' বাক্যটি কোন শ্রেণির?

ক. জটিল খ. মিশ্র
গ. যৌগিক ঘ. সরল **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

- একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হলে তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে।
- যেমন : যে পরিশ্রম করে, সে- ই সুখ লাভ করে।
- যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে।
- যেমন : পুকুরে পদ্মফুল জন্মে।
- পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে।
- যেমন– বুঝে শুনে উত্তর দাও নতুবা ভুল হবে।

৬. 'সকল শিক্ষকগণ আজ উপস্থিত'– বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট?

ক. গুরুচণ্ডালী দোষ খ. বিদেশি শব্দ দোষ
গ. দুর্বোধ্যতা দোষ ঘ. বাহুল্য দোষ **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

- তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো কখনো গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুষ্ট শব্দ তার যোগ্যতা হারায়।
- যেমন : গরুর গাড়ি, শবদাহ, মড়াপোড়া, প্রভৃতি স্থলে যথাক্রমে গরুর শকট, শবপোড়া, মড়াদাহ, প্রভৃতির ব্যবহার গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে।
- অপ্রচলিত দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়।
- যেমন : তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছো।
- সকল শিক্ষকগণ আজ উপস্থিত 'বাক্যটি বাহুল্য দোষে দুষ্ট।

- প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে।

৭. 'আ মরি বাংলা ভাষা' এ 'আ' দ্বারা কি প্রকাশ করা হয়েছে?

ক. আনন্দ খ. আশা
গ. আবেগ ঘ. আনুগত্য **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

- আনন্দ, বেদনা, হর্ষ, বিষাদ, ঘৃণা, বিস্ময়, ক্রোধ ইত্যাদির মাধ্যমে ভাব প্রকাশক অব্যয় প্রকাশিত হয়।
- যেমন : আচ্ছা, বেশ, বাঃ, চমৎকার, ও বাবা, ও মা ইত্যাদি।
- বা:! খুব সুন্দর পাখি!
- ও বাবা! মড়াৎ করে পড়েছি লড়াৎ জোরে।
- 'আ মরি বাংলা ভাষা' এখানে 'আ' দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে।
- এরুপ : আ কি আরাম। (সুখ বোধ প্রকাশে)।

৮. 'মেঘলা' কি ধরনের শব্দ?

ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ
গ. বিশেষ্যের বিশেষণ ঘ. ক্রিয়া বিশেষণ **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

- বিশেষ্য– মাইকেল, নদী, লবণ, সভা, সৌরভ ইত্যাদি।
- বিশেষ্যের বিশেষণ– সুস্থ সবল দেহকে কে না ভালবাসে।
- ক্রিয়া বিশেষণ– ধীরে ধীরে বায়ু বয়। পরে একবার এসো।
- 'মেঘলা' শব্দটি বিশেষণ।
- যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বিশেষণ পদ বলে।
- যেমন – ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন।

৯. শুদ্ধ শব্দগুচ্ছ কোনটি?

ক. গণনা, গনিকা, শোনিত
খ. গণনা, গণিকা, শোণিত
গ. গনণা, গনিকা, শোনিত
ঘ. গননা, গণিকা, শোনিত **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

- শুদ্ধ শব্দ গুচ্ছ – গণনা, গণিকা, শোণিত।
- এরুপ :

অশুদ্ধ:	শুদ্ধ:
অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ণ
কৌতুহল	কৌতূহল
গড্ডালিকা	গড্ডলিকা
ত্রিভূজ	ত্রিভুজ
দৌরাত্ম	দৌরাত্ম্য

১০. 'সিত' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?

ক. বস্ত্র খ. শুক্ল
গ. শীত ঘ. অদবধকার **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

- 'সিত' শব্দের সমার্থক শব্দ শুক্ল।
- এরুপ : সিত = শুভ্র, শ্বেত, ধবল, সফেদ ইত্যাদি।
- বস্ত্র = বসন, পরিধেয়, পরিচ্ছদ, পোশাক।
- শীত = ঠাণ্ডাভাব, হিমময়।
- সূর্য = অর্ক, আদিত্য, আফতাব, তপন, প্রভাকর ইত্যাদি।

- পৃথিবী = অদিতি, অখিল, অবনি, ক্ষিতি, ধরা, মেদিনী ইত্যাদি।
- মেঘ = অভ্র, কাদম্বিনী, জীমূত, নীরদ, পয়োদ ইত্যাদি।

১১. একই সঙ্গে উচ্চারিত দুটি মিলিত স্বরধ্বনিকে কি বলে?

ক. অনামৃত স্বর খ. একাক্ষর স্বর
গ. যৌগিক স্বর ঘ. মৌলিক স্বর **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

- বাংলায় একাক্ষর শব্দে আ দীর্ঘ হয়। যেমন– কাজ শব্দের আ দীর্ঘ এবং কাল শব্দের আ- হ্রস্ব।
- বাংলা ভাষায় অ, আ, ই, উ, এ অ্যা, ও। এই সাতটি স্বর ধ্বনিকে বিশ্লেষণ করে আর ধ্বনি পাওয়া সম্ভব নয় বলে এগুলো মৌলিক স্বরধ্বনি।
- একই সঙ্গে উচ্চারিত দুটি মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর বা দ্বিস্বর বলে।
- বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ২৫টি।
- বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ– ঐ, ঐ।

১২. 'নৌকায় নদী পার হলাম'– নৌকায় কোন কারকে কোন বিভক্তি?

ক. কর্মে ৭মী খ. করণে ৭মী
গ. অধিকরণে ৫মী ঘ. সম্প্রদানে ৪র্থী **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

- কর্মে ৭মী– জিজ্ঞাসিব জনে জনে।
- অধিকরণে ৫মী- বাবা বাড়িতে আছেন।
- সম্প্রদানে ৪র্থী- ভিখারিকে ভিক্ষা দাও।
- ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলে।
- নৌকায় নদী পার হলাম– নৌকায় করণে ৭মী।
- এরূপ : চেষ্টায় সব হয়, এ সুতায় কাপড় হয় না।

১৩. 'আমি যাব তবে কাল যাব'– এটি কি ধরনের বাক্য?

ক. যৌগিক বাক্য খ. জটিল বাক্য
গ. মিশ্র বাক্য ঘ. সরল বাক্য **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

- যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে।
- যেমন– যে পরিশ্রম করে, সে– ই সুখ লাভ করে।
- যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে।
- যেমন – ভিক্ষুককে দান কর।
- আমি যাব তবে কাল যাবো– যৌগিক বাক্য।
- পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে।
- যেমন – আমি বহুকষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
- সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।

১৪. 'অতিকায়' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?

ক. অল্প খ. অণু
গ. ক্ষুদ্রকায় ঘ. বৃহৎ **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

- 'অতিকায়' শব্দের বিপরীত শব্দ ক্ষুদ্রকায়।
- এরূপ :

অধিক	অল্প

অণু	বৃহৎ
বৃহৎ	ক্ষুদ্র
নির্মল	পঙ্কিল
রিক্ত	পূর্ণ
হৃদ্যতা	কপটতা

১৫. কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. অথিথি খ. অতীথি

গ. অতিথি ঘ. অতিথী **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

- শুদ্ধ বানান অতিথি
- এরূপ :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কৃষিজীবি	কৃষিজীবী
গোধুলি	গোধূলি
তত্তবদায়ক	তত্ত্বাবধায়ক
দৌরাত্ম	দৌরাত্ম্য
নিরাহীকা	নীহারিকা
পুরষ্কার	পুরস্কার

১৬. 'গায়ক' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

ক. গা + অক খ. গৈ + য়ক

গ. গা + য়ক ঘ. গৈ + অক **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

- 'গায়ক' এর সন্ধি বিচ্ছেদ গৈ + অক
- এটি স্বরসন্ধির উদাহরণ
- এ, ঐ, ও, ঔ– কারের পর এ, ঐ স্থানে যথাক্রমে অয়, আয় এবং ও, ঔ স্থানে যথাক্রমে অব্, ও আব্ হয়।
- যেমন–

এ + অ = অয়্ + অ	নে + অন = নয়ন	শে + অন = শয়ন
ঐ + অ = আয় + অ	নৈ+ অক = নায়ক	গৈ + অক = গায়ক
ও + অ = অব্ + অ	পো + অন = পবন	লো + অন = লবণ
ঔ + অ = আব্ + অ	পৌ+ অক = পাবক	

১৭. 'টাকায় টাকা আনে'–এখানে টাকায় কোন কারকে কি বিভক্তি?

ক. কর্তৃকারকে ৭মী খ. কর্মকারকে ৭মী

গ. অপাদানে ৭মী ঘ. করণ কারকে ৭মী **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

- কর্তৃকারকে ৭মী– গরুতে দুধ দেয়।
- কর্মকারকে ৭মী – জিজ্ঞাসিব জনে জনে।
- করণ কারকে ৭মী – চেষ্টায় সব হয়।
- টাকায় টাকা আনে – এখানে 'টাকায়' অপাদানে ৭মী।
- এরূপ : লোক মুখে শুনেছি।
- তিলে তৈল হয়।
- যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকেই অপাদান কারক বলে।

১৮. শুদ্ধ বাক্য কোনটি?

ক. দৈন্যতা নিন্দনীয়

খ. ফুল দেখতে সুন্দর

গ. দরিদ্রতা অভিশাপ

ঘ. ভূল লিখতে ভুল করো নো **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

- শুদ্ধ বাক্য– ফুল দেখতে সুন্দর।
- দৈন্য/দীনতা নিন্দনীয় (ক অপশনের শুদ্ধরূপ)।
- দরিদ্রতা অভিশাপ বাক্যটি প্রয়োগগত কারণে ভুল।
- ভূল লিখতে ভুল করো না – বাক্যটিতে ভূল বানানটি সঠিক নয়। ভূল বানানে উ- ু কার হবে। শুদ্ধরূপ – 'ভুল'।

১৯. 'সুন্দর মাত্রই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে।' বাক্যে সুন্দর শব্দটি কোন পদ?

ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ

গ. সর্বনাম ঘ. অব্যয় **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা

- বিশেষণ : ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন।
- সর্বনাম : যারা দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, তারাই তো সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।
- অব্যয় : করিম ও রহিম দুই ভাই।
- সুন্দর মাত্রই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে। বাক্যে 'সুন্দর' শব্দটি বিশেষ্য।
- বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, গুণের নাম বোঝানো হয়, তাদের বিশেষ্য পদ বলে।
- যেমন : গভীর নিশীথে প্রকৃতি সুপ্ত।